হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২০

(১)গোলমাল থামার পর হযরত পৌল রা. ইমানদারদের ডেকে পাঠালেন। তাঁদের উৎসাহ দেবার পর তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি মেসিডোনিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

(২)সেই এলাকা দিয়ে যাবার সময় তিনি ইমানদারদের উৎসাহ দিলেন। পরে তিনি গ্রীসে এসে পৌঁছলেন এবং সেখানে তিনমাস থাকলেন।

(৩)তারপর তিনি জাহাজে করে সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে জানতে পারলেন যে, ইহুদিরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

তখন তিনি আবার মেসিডোনিয়ার মধ্য দিয়ে ফিরে যাওয়া ঠিক করলেন। (৪)বিরয়ার পুরহের ছেলে হযরত সোপাত্রস র., থিসালোনিকির হযরত আরিস্টার্খ র. ও হযরত সিকুন্দুস র., দেব্রার হযরত গাইয় র., হযরত তিমথীয় র., এবং এশিয়ার হযরত তুখিক র. ও হযরত ত্রফিম র. তার সংগে গেলেন। (৫)এরা আগে গিয়ে ত্রোয়া শহরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

(৬)ইদুল-মাৎেছর পরে আমরা সমুদ্র পথে ফিলিপি থেকে যাত্রা করলাম এবং পাঁচদিন পর ত্রোয়ায় তাদের সংগে যোগ দিলাম। সেখানে আমরা সাতদিন থাকলাম। (৭)সপ্তাহের প্রথম দিনে মসিহের মেজবানি গ্রহণ করার জন্য আমরা এক সংগে মিলিত হলাম। তখন হযরত পৌল রা. তাদের সংগে আলোচনা করছিলেন। পরদিন তিনি চলে যেতে চাচ্ছিলেন বলে মাঝরাত পর্যন্ত কথা বলতে থাকলেন।

(৮)আমরা উপরতলার যে-ঘরে মিলিত হয়েছিলাম, সেখানে অনেকগুলো বাতি ছিলো। (৯)ইউতুখস নামে এক যুবক জানালার ওপর বসেছিলো। হযরত পৌল রা. অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছিলেন বলে সে আস্তে আস্তে গভীর ঘুমে ডুবে গেলো। ঘুম গভীর হলে পর সে তিনতলা থেকে নিচে পড়ে গেলো এবং তাকে মৃত অবস্থায় তুলে নেয়া হলো।

(১০)তখন হযরত পৌল রা. নিচে নেমে গেলেন এবং সেই যুবকের ওপর ঝুঁকে, তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ভয় করো না। সে বেঁচে আছে।" (১১)এরপর তিনি আবার উপর তলায় গিয়ে মসিহের

মেজবানি গ্রহণ করলেন এবং ফজর পর্যন্ত তাঁদের সংগে কথা বলার পর চলে গেলেন। (১২)এদিকে লোকেরা সেই যুবককে জীবিত অবস্থায় বাড়ি নিয়ে গেলো, আর এটা তাদের জন্য খুব সান্ত্বনার কারণ হলো।

(১৩)আমরা আগে গিয়ে জাহাজে উঠে আসোসের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। সেখান থেকেই হযরত পৌল রা.-কে তুলে নেবার কথা ছিলো। তিনিই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ তিনি হাঁটা-পথে সেখানে যেতে চেয়েছিলেন। (১৪)আসোসে আমাদের সংগে দেখা হলে পর আমরা তাঁকে জাহাজে তুলে নিয়ে মিতুলিনিতে এলাম। (১৫)আমরা সেখান থেকে যাত্রা করে পরদিন খিয়োসের উল্টো দিকে পৌঁছলাম। এর পরদিন আমরা সাগর পার হয়ে সামোসে গেলাম এবং তার পরদিন আমরা মিলেতোসে পৌঁছলাম।

(১৬)এখানে হযরত পৌল রা. সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি ইফিসে না-থেমেই চলে যাবেন, যাতে এশিয়াতে তাকে দেরি করতে না-হয়। তিনি জেরুসালেমে যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন, যেনো সম্ভব হলে পঞ্চাশতম দিনের ইদে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন। (১৭)তিনি মিলেতোস থেকে ইফিসের ইমানদার নেতাদের ডেকে পাঠালেন, যেনো তাঁরা দেখা করেন।

(১৮)তাঁরা তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁদের বললেন, "এশিয়াতে আসার প্রথমদিন থেকে আমি কীভাবে আপনাদের সংগে সময় কাটিয়েছি, তা আপনারা নিজেরাই জানেন। আমি নম্রভাবে, চোখের পানির সংগে, আল্লাহর সেবা করেছি। অপমানিত হয়েছি। (১৯)ইহুদিদের নানা ষড়যন্ত্রের দরুন আমাকে ভীষণ পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হয়েছে।

(২০)সাহায্য হয় এমন কোনো কিছুই করা থেকে আমি পিছু হটিনি। বরং বাইরে খোলাখুলিভাবে এবং আপনাদের ঘরে-ঘরে গিয়ে শিক্ষা দিয়েছি ও প্রচার করেছি। (২১)ইহুদি ও গ্রীক উভয়ের কাছে আমি তওবা করে আল্লাহর দিকে ফেরা এবং হযরত ইসা মসিহের ওপর ইমান আনার কথা বলেছি।

(২২)এখন আমি আল্লাহর রুহের বন্দি হয়ে জেরুসালেমে যাচ্ছি। আমি জানি না সেখানে আমার ওপর কী ঘটবে। (২৩)কেবল এই কথা জানি, আল্লাহর রুহ প্রত্যেক শহরে আমাকে এই কথা বলেছেন যে, আমার জন্য জেল ও অত্যাচার অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমার কাছে আমার প্রাণের দাম আছে বলে মনে করি না- (২৪)যদি কেবল শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি এবং আল্লাহর রহমতের সুসংবাদের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার যে-কাজের ভার হযরত ইসা আ. আমাকে দিয়েছেন, তা যেনো শেষ করতে পারি।

(২৫)এখন আমি এ-কথা জানি যে, যাদের কাছে গিয়ে আমি আল্লাহর রাজ্যের কথা প্রচার করেছি, সেই আপনারা কেউই আমাকে আর দেখতে পাবেন না। (২৬)এ-জন্য আজ আমি আপনাদের

পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনাদের কারো রক্তের দায়ী আমি নই। (২৭) কারণ আল্লাহর সব ইচ্ছা আপনাদের জানাতে আমি কখনো পিছপা হইনি।

(২৮)আপনারা নিজেদের বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

আর যে-ইমানদার দলের দেখাশোনার ভার আল্লাহর রুহ আপনাদের দিয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধেও সতর্ক থাকুন। আল্লাহ তাঁর মসিহের রক্ত দিয়ে যাদের কিনেছেন, রাখাল হিসাবে সেই পালের দেখাশুনা করুন।

(২৯)আমি জানি যে, আমি চলে যাবার পর লোকেরা হিংস্র নেকড়ের মতো হয়ে আপনাদের মধ্যে আসবে এবং পালের ক্ষতি করবে। (৩০)এমনকি আপনাদের নিজেদের মধ্য থেকে লোকেরা উঠে আল্লাহর সত্যকে মিথ্যা বানাবার চেষ্টা করবে, যেনো ইমানদারদের নিজেদের দলে টানতে পারে।

(৩১)এ-জন্য সতর্ক থাকুন। মনে রাখবেন, তিন বছর ধরে দিন-রাত, চোখের পানির সংগে, আমি আপনাদের প্রত্যেককে সাবধান করেছি। (৩২)এখন আল্লাহ্ ও তাঁর কালামের হাতে আমি আপনাদের তুলে দিচ্ছি। এই কালাম তাঁর রহমতের বিষয়ে বলে, আর আপনাদের গড়ে তোলার ক্ষমতা তাঁর আছে। এবং তিনি তাঁর দীনদার বান্দাদের সংগে আপনাদের অংশ দেবেন।

(৩৩)আমি কারো সোনা, রুপা বা কাপড়-চোপড়ের ওপরে লোভ করিনি। (৩৪)আপনারা নিজেরাই জানেন যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের সমস্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্য আমি নিজের হাতে কাজ করেছি। (৩৫)এসবের দ্বারা আমি দৃষ্টান্ত হয়ে আপনাদের দেখিয়েছি যে, এরকম পরিশ্রমের দ্বারা দুর্বলদের সাহায্য করা উচিত। হযরত ইসা আ. এর এই কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, কারণ তিনি নিজেই বলেছেন যে, ‘নেয়ার চেয়ে দেয়াতে আরো বেশি রহমত রয়েছে।’ ”

(৩৬,৩৭)এসব কথা বলার পর তিনি সবার সংগে হাঁটু পেতে মোনাজাত করলেন। সেখানে সবাই খুব কাঁদছিলেন। তাঁরা হযরত পৌল রা.কে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁকে চুমু দিলেন। (৩৮)তাঁর মুখ আর তাঁরা দেখতে পাবেন না বলায়, তাঁরা খুব বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন। এরপর তাঁরা তাঁকে জাহাজে নিয়ে এলেন।